সংবাদ

তারিখ 10 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মঙ্গলবার ২৮ মাঘ ১৪১৫
Tuesday 10 February 2009

সম্পাদকীয়

ইংরেজি শিক্ষার মানোন্নয়নে অবহেলা কেন

বিগত আওয়ামী সরকারের আমলে ১৯৯৭ সালে ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টিচিং ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ইএলটিআইপি) নামে একটি প্রকল্প যাত্রা শুরু করে। ইংরেজি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের একমাত্র সরকারি প্রকল্পটি দেশে ইংরেজি শিক্ষার মানোনয়নে এবং ইংরেজি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে মূল্যবান ভূমিকা রেখে চলেছে বলে মনে করা হয়। ১১ বছরের মাথায় প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সবাই গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। আগামী ৩০ জুন প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হচ্ছে।

যুক্তরাজ্য সরকারের ডিএফআইডির সহযোগিতায় প্রকল্পটি যাত্রা শুরু করে। ডিএফআইডির আর্থিক সহযোগিতার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর প্রকল্পটি গুরুত্ব বিবেচনা করে এনসিটিবি এবং সাতটি শিক্ষা বোর্ডের আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি চালিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই আটটি সংস্থার হাতে খরচ করার মতো পর্যাপ্ত অর্থ আছে। তাছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে পারে। তা সত্ত্বেও প্রকল্পটি স্থায়ীভাবে টিকিয়ে রাখার কোন সিদ্ধান্ত হচ্ছে না।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে মাধ্যমিক পর্যায়ে কমিউনিকেটিভ ল্যাংগুয়েজ টিচিং চালু করার পর। সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবরে বলা হচ্ছে, ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় ৩৫ হাজার ৫৭৫ জন স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষককে কমিউনিকেটিভ টিচিং মেথডের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ছয়টি বিভাগে ২৭ জেলায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। বর্তমানে ইংরেজি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে ৮৩ শতাংশের অবদান এই প্রকল্পটির।

দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষার ভিত্তি পাকাপোক্ত করতে না পারলে পরবর্তী পর্যায়ে ইংরেজি শেখানো যে কঠিন কাজ তা সবাই স্বীকার করেন। মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষার দৈন্যদশার জন্য দেশের সরকারি কর্মকর্তাসহ সব পর্যায়ের জনবলে ইংরেজি জ্ঞানের অভাব। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির ওপর জোর দেয়ার ফলে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব আরও বেড়েছে। সব পর্যায়ে এখন বাংলাভাষা যেমন ভাল করে শেখানো হয় না, তেমনি ইংরেজি শেখানোও অবহেলার শিকার হচ্ছে।

এর আগের আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে 'ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টিচিং ইমপ্রুভমেন্ট' প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। যুক্তরাজ্য সরকার প্রকল্পটি শুরু করার জন্য সব ধরনের সহায়তা করে। কিছু প্রশিক্ষকও এই প্রকল্পে 'প্রশিক্ষণ' পান। প্রকল্পে ৪৫/৫০ জন প্রশিক্ষক রয়েছেন। যেভাবেই প্রকল্পটিকে মূল্যায়ন করা হোক না কেন, প্রকল্পটি ইংরেজি শিক্ষক প্রশিক্ষণে মূল্যবান অবদান রেখেছে। যদি কোন ঘাটতি থাকে তবে তা পূরণ করে প্রকল্পটির আওতা সম্প্রসারণ করা উচিত। অন্যদিকে অর্থায়নের ব্যাপারে সব দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিজ হতে নেয়া উচিত। আটটি সংস্থার ওপর এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া যায় না। কথায় বলে 'ডাগের মা গঙ্গা পায় না'। দেশের জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ হওয়ার ফলে খাতটির অর্থাভাব থাকার কথা নয়। নতুন করে অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কাজটি বাড়ানো উচিত। এ ব্যাপারে কোন সংশয় বা অনিশ্চয়তা বাঁচিয়ে রাখা ঠিক হবে না।